দৈনিক ইনকিলাব

17

তারিখ ... JUL 20 1999 ..
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

জনগণ মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে কোন ষড়যন্ত্র বরদাস্ত করবে না

–জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি রেদোয়ান আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মেজবাহউদ্দিন আহমেদ সাবু, সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন-অর-রশিদ খান, দফতর সম্পাদক হাজী মিজানুর রহমান ভুঁইয়া, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা একেএম ফজলুর রহমান মুন্সী এক যুক্ত বিবৃতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, বর্তমান সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি মহল এ দেশের ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্তে মেতে উঠেছে। ইতোমধ্যে বেশকিছু মাদ্রাসার শিক্ষার বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্তে মেতে উঠেছে। ইতোমধ্যে বেশকিছু মাদ্রাসার এমপিও বাতিল, সার্বিকভাবে এ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে 'বুদ্ধিজীবী' নামধারী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা অবমাননাকর বক্তব্য প্রচার ও সরকারী ব্যবস্থার শিকার মাদ্রাসার সংখ্যা সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি এ চক্রান্তের আলামত বহন করে। পত্র-পত্রিকার খবর থেকে জানা যায়, সরকারের নতুন পদক্ষেপ কার্যকর হলে প্রায় ৪ হাজার মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী রহস্যজনক কারণে এ বিষয়টি পাশ কাটিয়ে এর প্রতিবাদকারীদের প্রতি বিদ্রূপ করে বলেছেন, তার বিরোধীতা করে সওয়াবের কাজ করছেন না। বিবৃতিদানকারীরা আরো বলেন, এর আগেও দেশের শিক্ষানীতি প্রণয়ন, স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় ইসলামিয়াতের নম্বর কমানো ইত্যাদি প্রশ্নে মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী পদচারণা লক্ষ্য করা গেছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ভিন্ন চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর চেতনা বা স্বার্থের হানিকর কোন কিছু করা মোটেই সংগত নয়। এ প্রেক্ষিতে বিবৃতিদাতারা মনে করেন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত মাদ্রাসাগুলোর এমপিও পুনর্বহাল, এ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য খ্যাতনামা আলেমগণের ও ইসলামী চিন্তাধারার বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে একটি কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করতে হবে। 'এদেশের দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী জনগণ মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে কোন প্রকার ষড়যন্ত্র বরদাস্ত করবে না।